প্রথম আলো

তারিখ 21 JAN 2014
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

শ্রেণীকক্ষসংকটের মধ্যে নতুন ৩ বিভাগের যাত্রা

মুসা আহমেদ ●

নতুন তিনটি বিভাগ খোলা হয়েছে। শিক্ষকও নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এখন চলছে শিক্ষার্থীদের ভর্তির কার্যক্রম। কিন্তু শিক্ষার্থীদের ক্লাস-পরীক্ষার জন্য নেই শ্রেণীকক্ষ।

এ চিত্র জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের। চলতি শিক্ষাবর্ষ (২০১৩-১৪) থেকে লোকপ্রশাসন, চারুকলা এবং নাট্যকলা ও সংগীত নামে নতুন তিনটি বিভাগ খুলেছে প্রশাসন। এই নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট বিভাগ হলো ৩১টি। বর্তমানে শিক্ষার্থী রয়েছেন প্রায় ১৮ হাজার ৫০০। তিন বিভাগে আরও ১৬০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে। প্রসঙ্গত, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সম্পূর্ণ আবাসিক একটি বিশ্ববিদ্যালয়। এখানকার ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও কর্মচারীরা সবাই বাসা বা মেসে থাকেন।

প্রশাসন সূত্র জানায়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন বিভাগ খুলতে গত বছরের জুলাই মাসে অনুমতি দেয় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন। পরে কয়েক ধাপে চলে শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ-প্রক্রিয়া। কিন্তু বিভাগগুলোর শ্রেণীকক্ষ নির্ধারণ না করেই এখন চলছে শিক্ষার্থী ভর্তির কার্যক্রম।

অনুমোদন পাওয়া নতুন তিনটি বিভাগের মধ্যে কোনোটিরই স্থায়ী শ্রেণীকক্ষ নেই। এর মধ্যে সমাজবিজ্ঞান ভবনের (১) নিচতলায় একটি ছোট কক্ষে (রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষকদের দপ্তর) সাময়িকভাবে চালু করা হয়েছে লোকপ্রশাসন বিভাগের কার্যক্রম। বাকি দুটি বিভাগের শ্রেণীকক্ষ ও শিক্ষকদের দপ্তর এখনো নির্ধারণ করতে পারেনি প্রশাসন।

শ্রেণীকক্ষ নির্ধারণ ছাড়া নতুন তিনটি বিভাগ খোলায় হতাশা প্রকাশ করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক শিক্ষক বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষসংকটের সমাধান না করেই নতুন বিভাগ খোলা হয়েছে। এতে করে অন্য বিভাগগুলোর ওপর এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। ফলে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার পরিবেশ ব্যাহত হবে।

জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি বিভাগে ছয় থেকে সাতটি ব্যাচ রয়েছে। কিন্তু শ্রেণীকক্ষ রয়েছে মাত্র এক-দুটি। এতে ক্লাস-পরীক্ষার সময় মেলাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের।

নতুন বিভাগ চারুকলার নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক শিক্ষক বলেন, নিয়োগের চার মাস পরও নিজস্ব দপ্তর পাইনি। আর সমস্যা সমাধানে প্রশাসনেরও আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না।

নতুন চালু হওয়া লোকপ্রশাসন বিভাগের চেয়ারম্যান আছমা বিনতে ইকবাল বলেছেন, 'বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের নির্ধারিত স্থানে ক্লাস-পরীক্ষা নেওয়া হবে। আর প্রশাসনই শিক্ষকদের স্থায়ী দপ্তরের ব্যবস্থা করবে।'

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে শিক্ষকদেরই দপ্তরসংকট রয়েছে। এ ব্যাপারে ওই বিভাগের চেয়ারম্যান অরুণ কুমার গোস্বামী *প্রথম আলোকে* বলেন, বিভাগে নতুন শিক্ষক নিয়োগ হওয়ার পর থেকে এক রুমে পাঁচ-সাতজনকে বসতে হয়। তাই শিক্ষকদের নিজস্ব দপ্তরের জন্য প্রশাসনের কাছে আবেদন করেছেন তিনি।

শ্রেণীকক্ষ ও শিক্ষকদের দপ্তর নির্ধারণ না করে নতুন বিভাগ চালু প্রসঙ্গে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মো. ওহিদুজ্জামান বলেন, সাময়িক সময়ের জন্য (বিশ্ববিদ্যালয় শাখা অগ্রণী ব্যাংক ভবন) ইউটিলিটি ভবনে চারুকলা এবং নাট্যকলা ও সংগীত বিভাগের ক্লাস-পরীক্ষা নেওয়া হবে। আর রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের একটি কক্ষসহ পুরোনো আরেকটি কক্ষে চলবে লোকপ্রশাসন বিভাগ।

তবে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, পুরোনো কক্ষটির অবস্থা খুবই জরাজীর্ণ। বিশ্ববিদ্যালয় পাহারার দায়িত্বে নিয়োজিত আনসার সদস্যরা রাতে সেখানে থাকেন।

শ্রেণীকক্ষসংকটের বিষয়টি স্বীকার করে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মীজানুর রহমান বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ভবন সাততলা থেকে ১৬ তলা করা হলে নতুন বিভাগগুলোর কার্যক্রম সেখানে স্থানান্তর করা হবে।'